দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ ... 24 DEC 2006 ..
পৃষ্ঠা ৬ কলাম ৬ ...

ভাল স্কুল বনাম মন্দ স্কুল

সাম্প্রতিক একটি খবর। ঢাকার একটি ঐতিহ্যবাহী স্কুলের ভর্তির আবেদন ফরম সংগ্রহ করিতে গিয়া প্রচণ্ড ভিড়ের মধ্যে পদপিষ্ট হইয়া আহত হন ৫ অভিভাবিকা। অতঃপর বিক্ষুব্ধ অভিভাবিকাগণ রাস্তায় গাড়ী ভাংচুর করেন। সে ছিল এক অপ্রত্যাশিত বিশৃংখলার দৃশ্য। ভিড় ও বিশৃংখলায় নাস্তানাবুদ হওয়া অনেক অভিভাবিকাকে টিভি ক্যামেরার সামনে চোখের পানি ফেলিতে দেখা গিয়াছে। সেই বিশৃংখলার দৃশ্যটি দেখিয়া কে বলিবে যে, এই মায়েরা সন্তানের সুন্দর জীবন গঠনের জন্য একটি ভাল স্কুল সন্ধান করিতেছেন! আর, সেই ভাল স্কুলের কর্তৃপক্ষই বা কি রকম, যারা শৃংখলা নিশ্চিত করিবার জন্য কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ করিবার প্রয়োজনবোধ করেন নাই। এই তো হইয়া আসিতেছে সন্তান ভর্তি করাইবার অসহনীয় প্রতিযোগিতার মাঠে। ইতিমধ্যে কোনো কোনো স্কুলে ভর্তি পরীক্ষা শুরু হইয়াছে। গত বৃহস্পতিবার আমরা পত্রিকায় পাতায় ছবি দেখিয়াছি, একটি স্কুলের ভিতরে কোমলমতি বাচ্চারা পরীক্ষা দেওয়ায় রত, আর সামনের রাস্তায় উৎকণ্ঠিত, স্নেহশীলা মায়েদের ভিড়– তিল ধারণের ঠাঁই নাই।

নামী স্কুলে ভর্তি করাইবার জন্য একশ্রেণীর অভিভাবকের এই যে গলদঘর্ম চেষ্টা, তা সবক্ষেত্রে অকারণও হয়তো নয়। কিছু অনুপেক্ষণীয় যুক্তিও হয়তো রহিয়াছে। এসএসসি পরীক্ষার ফল প্রকাশের দিন প্রতি বৎসরই ঢাকার কোনো কোনো নামকরা বিদ্যালয়ের মাঠে ক্যামেরার সামনে শত শত উত্তীর্ণ পরীক্ষার্থীকে তর্জনী ও মধ্যমা জাগাইয়া ভি সাইন (বিজয় চিহ্ন) প্রদর্শন করিতে দেখা যায়। সেই ছবি পত্রিকায় ছাপা হয়। টিভির পর্দায় প্রচার পায়। পক্ষান্তরে এমন অনেক স্কুল রহিয়াছে যেখানে খুঁজিয়া-পাতিয়া একখানি ভি সাইন পাওয়া যায় না। নামহীন কোনো কোনো স্কুলের দু'চার-পাঁচজন কিংবা তার চেয়ে বেশী সংখ্যায় এ প্লাস পাইলেও তাহারা 'ভি' প্রদর্শন করিতে পারে না। কেননা, সেইসব স্কুলে টিভি ক্যামেরা যায় না, ফটো সাংবাদিকের ক্যামেরা সেখানে ক্লিক করে না। এই যখন অবস্থা, তখন অভিভাবকদের অনেকেতো চাহিবেনই সন্তানটিকে এমন কোনো প্রতিষ্ঠানে ভর্তি করাইতে, যেখানে দিলে এসএসসিতে নিদেনপক্ষে নিশ্চিত এ প্লাস পাইতে পারে।

এই পরিস্থিতিকে আর যাহাই হউক, স্বাভাবিক বলা যায় না। প্রথম কথা হইল, সব স্কুলেরই তো ভাল স্কুল হওয়ার কথা। মাধ্যমিক পর্যায়ের প্রতিটি স্কুল সরকার অনুমোদিত। বেসরকারী বলিয়া যে স্কুলগুলি পরিচিত, সেসব স্কুলের শিক্ষকগণও কিন্তু মূল বেতনের প্রায় পুরোটাই সরকারী কোষাগার হইতে পাইয়া থাকেন। প্রতিষ্ঠানের অবকাঠামোগত উন্নয়নও হয় বেশীরভাগ সরকারী টাকায়। লাইব্রেরী ও বিজ্ঞানাগারের খরচও প্রায় সবটাই সরকারী খাতের। সর্বোপরি, একই রকম শিক্ষাগত যোগ্যতা সম্পন্ন শিক্ষকগণ নিয়োজিত রহিয়াছেন সব স্কুলে। এরপরেও স্বীকার্য যে, অবস্থানগত এবং অনুপেক্ষণীয় পারিপার্শ্বিক কিছু কারণে স্কুল হইতে স্কুলের (এসএসসি) রেজাল্টে উনিশ-বিশ তারতম্য ঘটিতে পারে। কিন্তু, বছরের পর বছর কোনো কোনো স্কুলের শিক্ষার্থীরা খুব ভাল ফল করিয়া যাইবে এবং কোনো কোনো স্কুলের শিক্ষার্থীরা খুব খারাপ রেজাল্ট করিয়া যাইতে থাকিবে এমনটি তো মানিয়া নেওয়া যায় না।

প্রসঙ্গত এইখানে বলিয়া রাখা ভাল যে, যেসব স্কুলে সামর্থ্যবান অভিভাবকদের সন্তান এবং বেশীরভাগ মেধাবী ছেলেমেয়ে ভর্তি হয় সেইসব স্কুলের পরীক্ষার্থীরা ভাল রেজাল্টতো করিবেই। তথাকথিত ভাল স্কুলের পরীক্ষার্থীদের বছর বছর ভাল ফল করিবার ইহাই বোধহয় নিগূঢ়তম রহস্য। উল্টোভাবে অনামী বিদ্যালয়ের ভাল রেজাল্ট করিতে না পারার পশ্চাতেও ইহাই কারণ। অর্থাৎ ওইসব বিদ্যালয়ে সাধারণত তুলনামূলকভাবে কম প্রতিভাবান এবং স্বল্প সামর্থ্য অভিভাবকদের সন্তানেরা ভর্তি হইয়া থাকে। স্কুল কর্তৃপক্ষ, অভিভাবক এবং শিক্ষার্থী সকলেই ধরিয়াই নেয় যে, রেজাল্ট খুব ভাল হইবে না। ব্রিলিয়ান্ট ফল লাভের আশাই তাহারা করে না সাধারণত। এ এক প্রকাণ্ড মানসিক সমস্যা। এই সমস্যা হইতে তখনই বাহির হইয়া আসা সম্ভব, যখন প্রত্যেকটি স্কুলে শিক্ষার্থীদের প্রতি পূর্ণ মনোযোগ দিয়া তাহাদের মেধা বিকাশে আন্তরিক প্রচেষ্টা চালাইয়া যাইবে। মনে রাখা বাঞ্ছনীয় মেধাবী এবং সম্পন্ন ঘরের একজন শিক্ষার্থী যখন এসএসসিতে ভাল রেজাল্ট করে তখন শিক্ষক বা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান খুব বেশী কৃতিত্ব দাবি করিতে পারে না। আবার অবিকশিত মেধার একটি ছেলে বা মেয়ে, যাহার পিতার কোচিং করাইবার মত যথেষ্ট টাকা নাই তাহার পক্ষেও ভাল রেজাল্ট অসম্ভব নয়, যদি শিক্ষকরা প্রযত্নশীল হন এবং অভিভাবকগণ খোঁজখবর রাখেন। বলাবাহুল্য, একটি নিম্ন মেধার শিক্ষার্থীকে ভাল ছাত্রে রূপান্তরিত করার মধ্যেই আসলে শিক্ষক ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কৃতিত্ব। সেই কৃতিত্ব অর্জনের জন্য প্রতিটি স্কুলের শিক্ষকগণ যদি মনোযোগী হন, দায়িত্ব পালনে যদি তারা অব্যাহতভাবে দক্ষতা ও নিষ্ঠার পরিচয় দিতে সক্ষম হন, তাহা হইলে ভা… স্কুল-মন্দ স্কুলের ব্যবধান অনেকটাই ঘুচিয়া যাইতে সময় লাগিবে না। এই ব্যাপা…